# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৯ জানুয়ারী ২০২৩ খ্রি.

## প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চট্টগ্রামবাসী কৃতজ্ঞঃ মেয়র

চট্টগ্রামের উন্নয়নে ব্যাপক বরাদ্দ দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি চট্টগ্রামবাসী কৃতজ্ঞ বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। রোববার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত ৬ষ্ঠ পরিষদের ২৪তম সাধারণ সভায় মেয়র এ মন্তব্য করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী টানেল থেকে ফ্লাইওভার নির্মাণসহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী চসিকের ইতিহাসের সর্বোচ্চ আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দ দিয়েছেন। এই প্রকল্পসহ চলমান প্রকল্পগুলো শেষ হলে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রমে চট্টগ্রামবাসী সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ। চট্টগ্রামের সন্তান এবং মেয়র হিসেবে চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে চাই।

সভায় প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দসহ চসিকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় আলোচনার প্রেক্ষিতে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামে যানজটের জন্য ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা পরিচালনা, অনিয়ন্ত্রিত হকার ব্যবসা, অবৈধ পার্কিং সহ বেশ কিছু কারণ বের করেছি। যানজট নিরসণে ফ্রাইডে মার্কেট তথা হকারদের নির্দিষ্ট স্থানে সাপ্তাহে দুদিন শুক্র ও শনিবার ছুটির দিনে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এছাড়া পে-পার্কিং তথা নির্দিষ্ট স্থানে ফি এর বিনিময়ে পার্কিং চালু করা হবে। যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা বন্ধে যাত্রী ছাউনিগুলোতে দোকান বন্ধ এবং ফুটপাথ দখল বন্ধ করব। নগরীকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

জলাবদ্ধতা হ্রাসে সিডিএর সাথে চসিকের কার্যক্রম সমন্বয়ের আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা হ্রাসে বারইপাড়া খাল থেকে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খননসহ গ্রীস্মকালের মধ্যেই খাল-নালা ইত্যাদিতে জমা মাটি ও ময়লা পরিষ্কার করার হচ্ছে। তবে, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) জলাবদ্ধতা হ্রাসে যে প্রকল্প পরিচালনা করছে, সেখানে রিটেনিং ওয়ালসহ নালা-খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রামের অনেকগুলো এলাকার মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমি সিডিএ চেয়ারম্যান মহোদয়সহ সিডিএ'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেছি যাতে এ প্রকল্পে বর্ষার পানি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। কাউন্সিলরবৃন্দ আগামী ১০ দিনের মধ্যে খাল-নালার পরিস্থিতি কী তা রিপোর্ট আকারে জানাবেন আমাকে।

চট্টগ্রামের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে কাজ চলছে জানিয়ে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম শহরকে নান্দনিক নগরে পরিণত করতে সড়ক ও ফ্লাইওভার ডিজাইনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিচ্ছি। চট্টগ্রাম শহরের যত্রতত্র বিলবোর্ড স্থাপন নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পোস্টারের কারণে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পোস্টারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। কোথাও অননুমোদিত বিলবোর্ড থাকলে তাও উচ্ছেদ করা হবে। শহরের আলোকায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বেগবান করতে এবারের একুশে বইমেলাকে আরো প্রাঙ্গল ও বৃহত্তর আকারে সাজানো হচ্ছে।

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য লড়ছেন তা বাস্তবায়নে চসিককে সম্মুখসারিতে নিয়ে যেতে চাই আমি। সম্মানিত কাউন্সিলর এবং সেবা সংস্থাসমূহকে সাথে নিয়ে চসিকের সেবা ও সেবার মান বাড়িয়ে চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতা ও যানজটমুক্ত একটি স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্ন মডেল শহরে পরিণত করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।"

সভায় বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, দরপত্র কমিটির কার্যবিবরণী এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতিগণ তাদের নিজ নিজ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যবিবরণী পেশ করেন। সভায় চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চসিক শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম সহ চসিকের বিভাগীয় প্রধান ও শাখা প্রধানগণ এবং নগরীর বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

## প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছিঃ মেয়র

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে অতিদরিদ্র এবং দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। রোববার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)'র একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মেয়র বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। চসিককে প্রতিদিন জলবায়ু উদ্বাস্তুদের স্রোত মোকাবিলা করতে হচ্ছে। পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকা হিসেবে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে জলাবদ্ধতা, বন্যা ও নোনা জলের কারণে ফসলি জমি নষ্ট হওয়ার সমস্যাও মোকাবিলা করতে হচ্ছে চট্টগ্রামকে। এ প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামের যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

" আমি স্বল্প ব্যয়ে অতিদরিদ্র মানুষদের আবাসন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই। প্রতিটি দরিদ্র শিশু যাতে শিক্ষা এবং সুন্দর শৈশব উদযাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে চাই আমি। চট্টগ্রামবাসীর উন্নয়নে যে বিপুল কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছি তা সফল করতে ইউএনডিপিকে পাশে চাই।"

ইউএনডিপির বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন লিলার বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নে ইউএনডিপি মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব দিলে দাতা সংস্থাগুলোর সাথে মধ্যস্ততা করে ফান্ড আনতে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউএনডিপি সহায়তা করতে আগ্রহী।

এর আগে ইউএনডিটির প্রতিনিধি দলটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (খওটচঈচ) এলাকাভুক্ত ৯ নং ওয়ার্ডের বিজয়নগর ছড়ার পাড় সিডিসি পরিদর্শনে যান। দলটি কমিউনিটিতে পৌঁছালে তাদেরকে স্থানীয় উপকারভোগীরা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি সমূহের বিবরণ দেন। তারা প্রকল্পের আওতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি সহ জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন। দলটি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তা, ড্রেন, টয়লেট, ডিওয়াটস, নিরাপদ পানি এবং দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপবৃত্তি ও আয়বৃদ্ধিমূলক অনুদান নগরের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে দেখে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

প্রকল্প পরিদর্শনের পর তারা মেয়র মহোদয়ের কার্যালয়ে চলমান প্রকল্প সম্পর্কে জানাতে আসেন। এসময় চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, ইউএনডিপি'র সহকারি আবাসিক প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক যুগেস প্রাধানাং, কির্তিজি পাহাড়ি, হুমায়ুন আহমেদ, প্রকল্পের টাউন ম্যানেজার জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন খান এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

**বীর মুক্তিযোদ্ধা এজাহার মিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী সভায় মেয়র**
**আজীবন মানবসেবায় ব্রত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা এজাহার মিয়া**

বীর মুক্তিযোদ্ধা এজাহার মিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর চট্টগ্রাম মহানগর পাঁচলাইশ থানার আহবায়ক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা এজাহার মিয়ার ১২ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণ সভা গতকাল শনিবার নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মরহুমের সুযোগ্যপুত্র মোঃ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম মহাগরের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের সহ সভাপতি আবদুর রহমান মিন্টু। পশ্চিম ষোলশহর বি-ইউনিট আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ ইদ্রিসের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী রাশেদ আলী জাহাঙ্গীর, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসিকা পারভীন জেসী, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দীন চৌধুরী, পাঁচলাইশ থানা আওয়ামীলীগ নেতা এম.এ.হাশেম, ৪৩নং সাংগাঠনিক ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক, পাঁচলাইশ থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আহমদ মিয়া, পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি আবদুর রহমান মিন্টু, যুগ্ম সম্পাদক সোহেল মাহমুদ, এস.এম.খালেদ বাবলু, সাংগাঠনিক সম্পাদক এডভোকেট সুলতান জাহাঙ্গীর, এ-ইউনিট আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ আলমগীর, বি-ইউনিট আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ ইদ্রিস, সি-ইউনিট আওয়ামী লীগ সভাপতি শাকিল মাহমুদ, বি-ইউনিট আওয়ামী লীগ নেতা জাহেদুল হক চৌধুরী, নগর যুবলীগ নেতা সাইফুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা মাহবুবুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কেন্দ্রীয় নেতা এড.মোঃ সৌরভ। সভায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মুফতি মোঃ হাসান।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এজাহার মিয়া আজীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ মাতৃকার জন্য কাজ করে গেছেন। একজন নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী, নিবেদিত আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে আমৃত্যু মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। দেশের জন্য যেমন সরাসরি যুদ্ধ করেছেন ঠিক অনুরুপ যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে মৃত্যুর আগমুহুর্ত সচেষ্ঠ ছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা এজহার মিয়াদের ত্যাগ,তীতিক্ষা ও দেশপ্রেমের কল্যাণে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা এজাহার মিয়া আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা এজাহার মিয়া দেশপ্রেম, আত্নত্যাগ ও জীবন সংগ্রামের কথা প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ফাউন্ডেশনকে ভুমিকা রেখে যেতে হবে।

**স্বাক্ষরিত/-**
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩